রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং–০১/২০১৭ তারিখ : ০৮.০৫.২০১৭

বিষয় : ঋণ পুনঃপ্রদান নীতিমালা।

ব্যাংকের তারল্য সংকট নিরসনকল্পে ঋণ আদায় ও আমানত সংগ্রহের সাথে ঋণ বিতরণের সামঞ্জস্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বিগত ০৭.০৫.২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ২৯৪তম সভার অনুমোদনক্রমে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ থেকে ঋণ পুনঃপ্রদান নীতিমালা বিষয়ক পরিপত্র নং-০৩/২০০৬, তারিখ ২৯.০৫.২০০৬ জারী করা হয়।

২। উক্ত সার্কুলার জারীর পর প্রায় এগারো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে কৃষি উপকরণ, খাদ্যশস্য, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি কৃষকদের ঋণ ব্যবহার ও পরিশোধের সক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রচলিত কৃষি ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ দ্বিগুনের অধিক বৃদ্ধি পাওয়ার নিয়ম নাই। ফলে কোন কৃষি ঋণ দ্বিগুন হলে সেক্ষেত্রে সুদ চার্জের উপায় থাকে না। ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ ও প্রভিশন হ্রাস এবং পারফর্মিং অ্যাসেট বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরণের ঋণের টাকা দ্রুত আদায় করে পুনঃবিনিয়োগ করা আবশ্যক।

৩। এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে পরিচালনা পর্ষদের ৪৫২তম সভায় (তারিখ : ০৪.০৪.২০১৭) সূত্রোক্ত সার্কুলার নম্বর ০৩/২০০৬ এ বর্ণিত শস্য ও মধ্যম মেয়াদী ঋণ পুনঃপ্রদান সংক্রান্ত বিধি নিষেধ শিথিল করা হয়েছে। ফলে এখন থেকে ঋণ পুনঃপ্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অণুসরণ করতে হবে :

ক. শস্য ঋণ :

শস্য ঋণ পরিশোধকারী ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে কেস-টু-কেস মেরিট বিবেচনায় ঋণ বৃদ্ধি করা যাবে। এক্ষেত্রে পূর্বের মূল ঋণের ১০০% এর বেশী ঋণ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের একধাপ উপরের কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

খ. মধ্যম মেয়াদী ঋণ :

মধ্যম মেয়াদী ঋণ পরিশোধকারী ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রেও শস্য ঋণের ন্যায় কেস-টু-কেস মেরিট বিবেচনায় ঋণ বৃদ্ধি করা যাবে। এক্ষেত্রে পূর্বের মূল ঋণের ১০০% এর বেশী ঋণ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের একধাপ উপরের কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

গ. চলতি পুঁজি/ক্যাশ ক্রেডিট ঋণ :

চলতি পুঁজি/ক্যাশ ক্রেডিট ঋণ নবায়ন/পরিশোধকারী ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে কেস-টু-কেস মেরিট বিবেচনায় ঋণ বৃদ্ধি করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রতি বছর ঋণ বৃদ্ধি না করে যথাসময়ে নবায়ন করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের প্রবৃদ্ধির কারণে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ব্যবসার ধরণ, পূর্বের লিমিটের লেনদেন, জামানতগত অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ঋণ বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে বিতরণকৃত ঋণের টাকা আটকা না পড়ে এবং যথাসাময়ে নবায়ন করা সম্ভব হয়।

ঘ. অন্যান্য ঋণ :

আমানতের বিপরীতে ঋণ, কনজুমার ঋণ, দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মকান্ডের ঋণসহ কোন বিশেষ কর্মসূচির অধীনে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত 'ক', 'খ' ও 'গ' তে বর্ণিত বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে না। এক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মকানুন যথাযথভাবে অনুসরণ করে ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করতে হবে।

ঙ. অন্য ব্যাংকের ঋণ অধিগ্রহণ :

অন্য ব্যাংকের ঋণ অধিগ্রহণ নিরুৎসাহিত করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অন্য ব্যাংকের স্থবির (Non-performing) ঋণের 'দায়-হস্তান্তর' গ্রহণ করা যাবে না। তবে ক্ষেত্র বিশেষে একান্ত আবশ্যকতা দেখা দিলে উদ্যোক্তার বিশ্বাসযোগ্যতা, সততা এবং ব্যবসায়িক পরিধি ও সফলতা যথাযথভাবে মূল্যায়নপূর্বক প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে ঋণ প্রস্তাব গ্রহণ ও বিবেচনা করা যাবে।

চ. সুদ মওকুফ সুবিধা প্রাপ্ত ঋণগ্রহীতাদের ঋণ প্রদান :

সুদ মওকুফ সুবিধা ভোগকারী ঋণগ্রহীতাদের পুনরায় ঋণ বিবেচনার ক্ষেত্রে পূর্বের সুদ মওকুফ সুবিধাা প্রদানের কারণসমূহ বিশ্লেষণসহ সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে বিতরিত ঋণ যথাসময়ে সুদসহ ফেরত পাওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এবং প্রচলিত বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে বিচক্ষণতার সাথে ঋণ মঞ্জুরি বিবেচনা করতে হবে।

ছ. লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুরি :

প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা যাবে না।

জ. ক্রেডিট নর্ম ও প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ :

সকল ঋণের ক্ষেত্রেই ক্রেডিট নর্ম ও প্রচলিত বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৪। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। একইসাথে এ বিভাগ থেকে ইতোপূর্বে জারীকৃত পরিপত্র নং-০৩/২০০৬, তারিখ : ২৯.০৫.২০০৬ সহ এতদসংক্রান্ত সকল সার্কুলার/সার্কুলার লেটার/ পত্রাদি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫। এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে সরাসরি এ বিভাগে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

৬। ব্যাংকের ঋণ শৃঙ্খলার স্বার্থে উপরোক্ত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হলো।

০৮.০৫.২০১৭
(জগন্নাথ ঘোষ)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

০৮.০৫.২০১৭
(মোঃ মোজাম্মেল হক)
মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন)

সূত্র নং-প্রকা/ঋণওঅবি-১/৪৬/২০১৬-২০১৭/৬৪০(৪৪৮) তারিখ : ০৮.০৫.২০১৭

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো :

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী ।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী ।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব/বিভাগীয় প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৬। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী।
০৭। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৮। সকল জোনাল ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
০৯। উপ-মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা শাখা, ঢাকা/ স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী।
১০। প্রকল্প পরিচালক, এসইসিপি, সিপিও, উপশহর, রাজশাহী।
১১। সহকারী মহাব্যবস্থাপক, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
১২। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৩। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৪। অফিস নথি/মহানথি।

০৮.০৫.২০১৭
(মোঃ ছলিম উদ্দীন)
মুখ্য কর্মকর্তা